মুসলিম ফারায়েজ ও হিন্দু আইন

মোঃ ওমর ফারুক (এম.এ)

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পাঠ	পাঠ্যসূচি	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মুসলিম ফারায়েজের পরিচয় ও আলোচনা	১ম পাঠ	ফারায়েজ কাকে বলে ? মৃত ব্যক্তির হক বা করণীয় কাজ কয়টি ও কী কী ?	১৩
		২য় পাঠ	ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের সূরা আন-নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ আলোচনা।	১৫
		৩য় পাঠ	মুসলিম ফারায়েজের সহজ ৮টি নিয়ম এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	মুসলিম উত্তরাধিকারী আইন	১ম পাঠ	উত্তরাধিকারী এর প্রকারভেদ কয়টি ? সকল আত্মীয় স্বজনের তালিকা।	২৩
		২য় পাঠ	পিতার অবস্থা	২৪
			দাদার অবস্থা	২৬
		৩য় পাঠ	স্বামীর অবস্থা	২৯
			স্ত্রীর অবস্থা	৩১
		৪র্থ পাঠ	মা এর অবস্থা	৩৩
			দাদী/নানীর অবস্থা	৩৬
		৫ম পাঠ	কন্যার অবস্থা	৪০
			পুত্রের কন্যার অবস্থা	৪২
			সহোদর বোনের অবস্থা	৪৪
			বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা	৪৮

তৃতীয় অধ্যায়	বৈপিত্রিয় ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এর অংশ বন্টন এর নিয়ম	১ম পাঠ	বৈমাত্রেয় ভাই-বোন একত্রে	৪৯
		২য় পাঠ	বৈপিত্রিয় ভাই এর অবস্থা	৫১
			বৈপিত্রিয় বোনের অবস্থা	৫৩
			বৈপিত্রিয় ভাই-বোন একত্রে	৫৪
চতুর্থ অধ্যায়	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১	-	১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ	৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	মুসলিম পারিবারিক আইন	১ম পাঠ	মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১	১০১
			মুসলিম পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন (১৯৬১ ইং)	১১৪
			পারিবারিক আদালত আইন, ২০২১	১১৬
		২য় পাঠ	আউলনীতি	১৩৫
			রদ্দনীতি	১৪২
		৩য় পাঠ	গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার নীতি	১৪৯
			হিজড়া বা নপুংসক বা খুনছার উত্তরাধিকার	১৫১
			উত্তরাধিকার আইনের কিছু বিধি	১৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়	মুসলিম বিবাহ এবং তালাক নিবন্ধন আইন	১ম পাঠ	মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন,১৯৭৪	১৫৯
		২য় পাঠ	মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বিধিমালা,২০০৯	১৭৭
সপ্তম অধ্যায়	হিন্দু উত্তরাধিকার আইন	১ম পাঠ	হিন্দু আইনের উৎস	২২০
		২য় পাঠ	হিন্দু আইন যাদের জন্য প্রযোজ্য	২২৪
			হিন্দু আইনের মতবাদ	২২৫
অষ্টম অধ্যায়	মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকারের নিয়ম সমূহ	১ম পাঠ	মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকার	২২৬
		২য় পাঠ	এজমালী সম্পত্তি ও বিভাগ	২২৯
			ঋণ পরিশোধ ও সম্পত্তি হস্তান্তর	২৩১
		৩য় পাঠ	স্ত্রীধনের অধিকার	২৩২
নবম অধ্যায়	দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকারের নিয়ম সমূহ	১ম পাঠ	দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকার	২৩৪
			কোন কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে অক্ষম	২৪৫
		২য় পাঠ	এজমালী সম্পত্তি ও বিভাগ	২৪৮
		৩য় পাঠ	সম্পত্তি হস্তান্তর ও দানকার্য্য	২৬০
		৪র্থ পাঠ	নারীর সম্পত্তি ও হস্তান্তরের আইনসঙ্গত আবশ্যকতা সমূহ	২৬৪
			নারীর সম্পত্তি হস্তান্তরে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি	২৬৫
		৫ম পাঠ	স্ত্রীধনের অধিকার	২৭০
			স্ত্রীধন হস্তান্তরের ক্ষমতা	২৭২

		৬ষ্ঠ পাঠ	দত্তক গ্রহণ	২৭৪
			স্ত্রীলোক কর্তৃক দত্তক গ্রহণ ও স্বামীর অনুমতি	২৭৬
		৭ম পাঠ	উইল	২৮৪
			স্ত্রীলোককে উইল	২৮৫
		৮ম পাঠ	ভরণপোষণ	২৮৯
			কতিপয় অংকের সমাধান	২৯২
দশম অধ্যায়			হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২	২৯৪
একাদশ অধ্যায়			হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩	২৯৮
দ্বাদশ অধ্যায়			হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	৩১২
ত্রয়োদশ অধ্যায়			প্রত্যেক হিন্দু বিধবা মহিলা তার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্তে এক পুত্রের সমান ওয়ারিশ হইবে	৩১৯

প্রথম অধ্যায়

১ম পাঠ

মুসলিম ফারায়েজের পরিচয় ও আলোচনা

প্রশ্ন ঃ- ফারায়েজ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অংশ (কোরআন, হাদিস,ইজমা ও কিয়াস এর দ্বারা) বন্টন করার নিয়ম-কানুন জানা যায়, তাকে ফারায়েজ বলে। ফারায়েজ একটি বিশেষ নিয়ম বা আইন। ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা আন-নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া মেশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফে ফারায়েজ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ- মৃত ব্যক্তির হক কয়টি ও কি কি ? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির হক চারটি।

১। ঋণ পরিশোধ করা।

২। কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা। (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী করা)।

৩। মৃত্যুর পূর্বে কোন অছিয়ত (ইচ্ছা) থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ দ্বারা তা পূরণ করা।

৪। অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে তুল্যাংশে বন্টন করা।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১। ঋণ পরিশোধ করা ঃ- কাফন-দাফনের পর মীরাস বন্টনের পূর্বে দ্বিতীয় জরুরী খরচ হল মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা (যদি ঋণ থাকে)। ঋণ দুই ধরনের যথা:- (১) সুস্থ অবস্থায় ঋণ অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় যদি কারও থেকে নগদ টাকা ঋণ নিয়ে থাকে বা সুস্থ অবস্থায় কারও থেকে কিছু ক্রয় করে থাকে এবং তার দাম বাকী থাকে বা সুস্থ অবস্থায় সে তার এসব ঋণের কথা প্রকাশ করে থাকে বা অন্যরা এমনিতেই সে বিষয়ে অবগত ছিল। স্ত্রীর অনাদায়ী মহর ও এই প্রকার ঋণের অন্তর্ভূক্ত। (২) এমন ঋণ যা সে অন্তিম রোগ (মারাদুল মাওত) এর সময় স্বীকার করেছিল যা অন্য কারও জানা ছিল না বা কোন সাক্ষীও ছিল না। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা হলে তার আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তাই উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ করে মীরাস বন্টন করতে হবে।

২। কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা ঃ- মৃত্যুর পর লাশের গোসল ও দাফন বিলম্ব করা উচিৎ নয়। নবী (সঃ) বলেন কাফন ও দাফন তাড়াতাড়ি করা। মৃত ব্যক্তিকে কারও বাড়িতে অধিকক্ষণ রাখা ঠিক নয় (আবু দাউদ)। মাইয়েতকে গোসল করানো ফরজ এবং তিনবার গোসল করানো সুন্নত। কাফন পরানো ফরযে-কিফায়া। কাফন কেনার দায়িত্ব তাদের, জীবনে যাদের ভরণপোষণ সে বহন করেছে। এভাবে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কোন অছিয়ত থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ দ্বারা তা পূরণ করা ঃ- প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করা তার জন্য একান্ত জরুরী। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অছিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায়ের পর অছিয়ত পূর্ণ করা হবে। মৃত ব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করতে পারে। যেমন - মৃত ব্যক্তির কোন এতিম নাতি বা নাতনি রয়েছে, মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে অথবা কোন ভাই, বোন, ভাবী, ভাইপো, ভাগিনা বা কোন অত্মীয় সাহায্য-সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে অন্য হকদার বা জনকল্যাণমূলক কাজ করা যেতে পারে।

বি ঃ দ্র ঃ- [কোরআনের সূরা বাকারা-১৮০,১৮১,১৮২ নং আয়াত দেখে নিবেন]।

৪। অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে তুলনামূলক অংশে বন্টন করা ঃ- ইসলামী হুকুমতে অছিয়ত পূর্ণ করার পর সবশেষে মীরাস বন্টন করতে হবে। মীরাস কেবল পুরুষদের নয় মেয়েদের ও অধিকার রয়েছে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং দশজন ওয়ারিশ থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক ওয়ারিশ যে যে অংশে অংশীদার হবে, সে ভাবে তার অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

বি ঃ দ্র ঃ- [বন্টন সম্পর্কে সূরা আন-নিসা আয়াত-৭,৮]।

প্রথম অধ্যায়
২য় পাঠ

ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র আল-কোরআনের সূরা আন-নিসার ১১,১২ ও ১৭৬ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ ঃ

সূরা আন-নিসার ১১ নং আয়াত ঃ- ইউছী কুমুল্লাহু ফী আউলা দিকুম লিজ জাকারি মিসলু হাজ-জিল উফছা ইয়ায়িন। ফা ইং কুন্না নিছা-আন ফাউকস নাতাইনি ফালাহুননা ছুলুছা মা-তারাক। অ ইং কা-নাত অহিদাতাং ফালাহান নিছফু অলি আবাঅইহি লিকুল্লি অহিদিম মিনহু মাছছু দুছু মিম মা তারাকা ইং কানা লাহু অলাদ। ফা ইল্লাম ইয়াকুল্লাহু অলাদুউ অ অরিছাহু আবাঅ-হু ফালিউম্মিহিছ ছুলূছ। ফা ইং কানা লাহু ইখঅতুন ফালি উম্মিহিছ ছুদুছু মিম বা'আ দি অছিয়াতিই ইউছি বি-হা আউদাইন। আবা উ-কুম অ আবনাউকুম লা-তাদরুনা আইয়্যুহুম আকরাবু লাকুম নাফ-আ। ফারিদাতাম মিনাল-ল-হি ইন্নাল্লাহা কা-না আলীমান হাকীমা।

বঙ্গানুবাদ ঃ- তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেনঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দু'এর বেশি মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাকে তিন ভগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই ও বোন থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। (এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। তোমরা জানোনা তোমাদের বাপ-মা তোমাদেরর সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

সূরা আন-নিসার ১২ নং আয়াত ঃ- অলাকুম নিছফু মা-তারাকা আজওয়াজুকুম ইল-লাম ইয়াকুল্লাহুন না অলাদ। ফা-ইং কানা লা হুন-না অলাদুং ফালাকুমুর রুবুউ মিম-মা তারাকনা মিম-বাআদি অছিয়্যাতিই য়্যুছীনা বি-হা আউ দাইন। অলাহুননার রুবুউ মিম-মা তারাকতুম ইল-লাম ইয়াকুল্লাকুম অলাদ। ফাইং কানা লাকুম অলাদুং ফালাহুননাছ ছুমুনু মিম-মা তারাকতুম মিম বাআদি অছিয়্যাতিং তুছুনা বিহা-আউ দাঈন। অ-ইং কানা রজুলুই য়্যুরছু কালালাতান আউইমরা আতুউ অলাহু আখুন আউ উখতুন ফালি কুললি ওয়াহিদিম মিনহুমাছ ছুদুছ। ফা ইং কা-নু আকছারা মিং জা-লিকা ফাহুম শুরাকা-উ ফিছ ছুলুছি মিম-বাআদি অছিয়্যাতিই ইউছা বিহা আউ দাইন। গয়রা মুদররিউ অছ্যিয়াতাম মিনাল্লহু আলীমুন হালীম।

বঙ্গানুবাদ ঃ- তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অছিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করা এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অছিয়ত পূর্ণ করা ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায়ের পর তারা (স্ত্রী বা স্ত্রীগণ) সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মিরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা ও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের একভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন এক জনের বেশি হলে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তারা সবাই শরীক হবে। যে অছিয়ত করা হয়েছে তা পূণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষথেকে নির্দেশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।

সূরা আন-নিসার ১৭৬ নং আয়াত ঃ- ইয়াছতাফতু নাকা কুলিল্লাহু ইউফতিকুম ফিল কালালাহতি ইনিম রুউন হালাকা লাইছা-লাহু অলাদুউ অলাহু উখতুং ফালাহা নিছফু মা-তারাক। অহুঅ ইয়ারিছু-হা ইল-লাম ইয়াকুল্লাহা অলাদুং ফা-ইং কানা তাহ-নাতাইনি ফালাহুমাছ ছুলুছা-নি মিম-মা তারাক। অ-ইং কানু ইখঅতার রিজালাউ অনিছা-আং ফালিজ-জাকারি মিছলু হাজজিল উংছা ইয়াইনি ইউ বাইয়্যিনুল্লাহু লাকুম আং তাদিললু। অল্লাহু বিকুললি শাইয়্যিন আলীম।

মুসলিম ফারায়েজ ও হিন্দু আইন

মোঃ ওমর ফারুক (এম.এ)

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পাঠ	পাঠ্যসূচি	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মুসলিম ফারায়েজের পরিচয় ও আলোচনা	১ম পাঠ	ফারায়েজ কাকে বলে ? মৃত ব্যক্তির হক বা করণীয় কাজ কয়টি ও কী কী ?	১৩
		২য় পাঠ	ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের সূরা আন-নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ আলোচনা।	১৫
		৩য় পাঠ	মুসলিম ফারায়েজের সহজ ৮টি নিয়ম এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	মুসলিম উত্তরাধিকারী আইন	১ম পাঠ	উত্তরাধিকারী এর প্রকারভেদ কয়টি ? সকল আত্মীয় স্বজনের তালিকা।	২৩
		২য় পাঠ	পিতার অবস্থা	২৪
			দাদার অবস্থা	২৬
		৩য় পাঠ	স্বামীর অবস্থা	২৯
			স্ত্রীর অবস্থা	৩১
		৪র্থ পাঠ	মা এর অবস্থা	৩৩
			দাদী/নানীর অবস্থা	৩৬
		৫ম পাঠ	কন্যার অবস্থা	৪০
			পুত্রের কন্যার অবস্থা	৪২
			সহোদর বোনের অবস্থা	৪৪
			বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা	৪৮

তৃতীয় অধ্যায়	বৈপিত্রিয় ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এর অংশ বন্টন এর নিয়ম	১ম পাঠ	বৈমাত্রেয় ভাই-বোন একত্রে	৪৯
		২য় পাঠ	বৈপিত্রিয় ভাই এর অবস্থা	৫১
			বৈপিত্রিয় বোনের অবস্থা	৫৩
			বৈপিত্রিয় ভাই-বোন একত্রে	৫৪
চতুর্থ অধ্যায়	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১	-	১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ	৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	মুসলিম পারিবারিক আইন	১ম পাঠ	মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১	১০১
			মুসলিম পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন (১৯৬১ ইং)	১১৪
			পারিবারিক আদালত আইন, ২০২১	১১৬
		২য় পাঠ	আউলনীতি	১৩৫
			রদ্দনীতি	১৪২
		৩য় পাঠ	গর্ভস্থিত সন্তানের উত্তরাধিকার নীতি	১৪৯
			হিজড়া বা নপুংসক বা খুনছার উত্তরাধিকার	১৫১
			উত্তরাধিকার আইনের কিছু বিধি	১৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়	মুসলিম বিবাহ এবং তালাক নিবন্ধন আইন	১ম পাঠ	মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন,১৯৭৪	১৫৯
		২য় পাঠ	মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বিধিমালা,২০০৯	১৭৭
সপ্তম অধ্যায়	হিন্দু উত্তরাধিকার আইন	১ম পাঠ	হিন্দু আইনের উৎস	২২০
		২য় পাঠ	হিন্দু আইন যাদের জন্য প্রযোজ্য	২২৪
			হিন্দু আইনের মতবাদ	২২৫
অষ্টম অধ্যায়	মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকারের নিয়ম সমূহ	১ম পাঠ	মিতাক্ষরা মতে উত্তরাধিকার	২২৬
		২য় পাঠ	এজমালী সম্পত্তি ও বিভাগ	২২৯
			ঋণ পরিশোধ ও সম্পত্তি হস্তান্তর	২৩১
		৩য় পাঠ	স্ত্রীধনের অধিকার	২৩২
নবম অধ্যায়	দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকারের নিয়ম সমূহ	১ম পাঠ	দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকার	২৩৪
			কোন কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার হতে অক্ষম	২৪৫
		২য় পাঠ	এজমালী সম্পত্তি ও বিভাগ	২৪৮
		৩য় পাঠ	সম্পত্তি হস্তান্তর ও দানকার্য্য	২৬০
		৪র্থ পাঠ	নারীর সম্পত্তি ও হস্তান্তরের আইনসঙ্গত আবশ্যকতা সমূহ	২৬৪
			নারীর সম্পত্তি হস্তান্তরে ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি	২৬৫
		৫ম পাঠ	স্ত্রীধনের অধিকার	২৭০
			স্ত্রীধন হস্তান্তরের ক্ষমতা	২৭২

		৬ষ্ঠ পাঠ	দত্তক গ্রহণ	২৭৪
			স্ত্রীলোক কর্তৃক দত্তক গ্রহণ ও স্বামীর অনুমতি	২৭৬
		৭ম পাঠ	উইল	২৮৪
			স্ত্রীলোককে উইল	২৮৫
		৮ম পাঠ	ভরণপোষণ	২৮৯
			কতিপয় অংকের সমাধান	২৯২
দশম অধ্যায়			হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২	২৯৪
একাদশ অধ্যায়			হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩	২৯৮
দ্বাদশ অধ্যায়			হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	৩১২
ত্রয়োদশ অধ্যায়			প্রত্যেক হিন্দু বিধবা মহিলা তার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্তে এক পুত্রের সমান ওয়ারিশ হইবে	৩১৯

প্রথম অধ্যায়

১ম পাঠ

মুসলিম ফারায়েজের পরিচয় ও আলোচনা

প্রশ্ন ঃ- ফারায়েজ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অংশ (কোরআন, হাদিস,ইজমা ও কিয়াস এর দ্বারা) বন্টন করার নিয়ম-কানুন জানা যায়, তাকে ফারায়েজ বলে। ফারায়েজ একটি বিশেষ নিয়ম বা আইন। ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা আন-নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া মেশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফে ফারায়েজ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ- মৃত ব্যক্তির হক কয়টি ও কি কি ? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির হক চারটি।

১। ঋণ পরিশোধ করা।

২। কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা। (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী করা)।

৩। মৃত্যুর পূর্বে কোন অছিয়ত (ইচ্ছা) থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ দ্বারা তা পূরণ করা।

৪। অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে তুল্যাংশে বন্টন করা।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১। ঋণ পরিশোধ করা ঃ- কাফন-দাফনের পর মীরাস বন্টনের পূর্বে দ্বিতীয় জরুরী খরচ হল মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা (যদি ঋণ থাকে)। ঋণ দুই ধরনের যথা:- (১) সুস্থ অবস্থায় ঋণ অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় যদি কারও থেকে নগদ টাকা ঋণ নিয়ে থাকে বা সুস্থ অবস্থায় কারও থেকে কিছু ক্রয় করে থাকে এবং তার দাম বাকী থাকে বা সুস্থ অবস্থায় সে তার এসব ঋণের কথা প্রকাশ করে থাকে বা অন্যরা এমনিতেই সে বিষয়ে অবগত ছিল। স্ত্রীর অনাদায়ী মহর ও এই প্রকার ঋণের অন্তর্ভূক্ত। (২) এমন ঋণ যা সে অন্তিম রোগ (মারাদুল মাওত) এর সময় স্বীকার করেছিল যা অন্য কারও জানা ছিল না বা কোন সাক্ষীও ছিল না। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা হলে তার আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তাই উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ করে মীরাস বন্টন করতে হবে।

২। কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা ঃ- মৃত্যুর পর লাশের গোসল ও দাফন বিলম্ব করা উচিৎ নয়। নবী (সঃ) বলেন কাফন ও দাফন তাড়াতাড়ি করা। মৃত ব্যক্তিকে কারও বাড়িতে অধিকক্ষণ রাখা ঠিক নয় (আবু দাউদ)। মাইয়েতকে গোসল করানো ফরজ এবং তিনবার গোসল করানো সুন্নত। কাফন পরানো ফরযে-কিফায়া। কাফন কেনার দায়িত্ব তাদের, জীবনে যাদের ভরণপোষণ সে বহন করেছে। এভাবে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কোন অছিয়ত থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ দ্বারা তা পূরণ করা ঃ- প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করা তার জন্য একান্ত জরুরী। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অছিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায়ের পর অছিয়ত পূর্ণ করা হবে। মৃত ব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করতে পারে। যেমন - মৃত ব্যক্তির কোন এতিম নাতি বা নাতনি রয়েছে, মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে অথবা কোন ভাই, বোন, ভাবী, ভাইপো, ভাগিনা বা কোন অত্মীয় সাহায্য-সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে অন্য হকদার বা জনকল্যাণমূলক কাজ করা যেতে পারে।

বি ঃ দ্র ঃ- [কোরআনের সূরা বাকারা-১৮০,১৮১,১৮২ নং আয়াত দেখে নিবেন]।

৪। অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে তুলনামূলক অংশে বন্টন করা ঃ- ইসলামী হুকুমতে অছিয়ত পূর্ণ করার পর সবশেষে মীরাস বন্টন করতে হবে। মীরাস কেবল পুরুষদের নয় মেয়েদের ও অধিকার রয়েছে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং দশজন ওয়ারিশ থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক ওয়ারিশ যে যে অংশে অংশীদার হবে, সে ভাবে তার অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

বি ঃ দ্র ঃ- [বন্টন সম্পর্কে সূরা আন-নিসা আয়াত-৭,৮]।

প্রথম অধ্যায়
২য় পাঠ

ফারায়েজ সম্পর্কে পবিত্র আল-কোরআনের সূরা আন-নিসার ১১,১২ ও ১৭৬ নং আয়াতের বঙ্গানুবাদ ঃ

সূরা আন-নিসার ১১ নং আয়াত ঃ- ইউছী কুমুল্লাহু ফী আউলা দিকুম লিজ জাকারি মিসলু হাজ-জিল উফছা ইয়ায়িন। ফা ইং কুন্না নিছা-আন ফাউকস নাতাইনি ফালাহুননা ছুলুছা মা-তারাক। অ ইং কা-নাত অহিদাতাং ফালাহান নিছফু অলি আবাঅইহি লিকুল্লি অহিদিম মিনহু মাছছু দুছু মিম মা তারাকা ইং কানা লাহু অলাদ। ফা ইল্লাম ইয়াকুল্লাহু অলাদুউ অ অরিছাহু আবাঅ-হু ফালিউম্মিহিছ ছুলূছ। ফা ইং কানা লাহু ইখঅতুন ফালি উম্মিহিছ ছুদুছু মিম বা'আ দি অছিয়াতিই ইউছি বি-হা আউদাইন। আবা উ-কুম অ আবনাউকুম লা-তাদরুনা আইয়্যুহুম আকরাবু লাকুম নাফ-আ। ফারিদাতাম মিনাল-ল-হি ইন্নাল্লাহা কা-না আলীমান হাকীমা।

বঙ্গানুবাদ ঃ- তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেনঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দু'এর বেশি মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাকে তিন ভগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই ও বোন থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। (এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। তোমরা জানোনা তোমাদের বাপ-মা তোমাদেরর সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

সূরা আন-নিসার ১২ নং আয়াত ঃ- অলাকুম নিছফু মা-তারাকা আজওয়াজুকুম ইল-লাম ইয়াকুল্লাহুন না অলাদ। ফা-ইং কানা লা হুন-না অলাদুং ফালাকুমুর রুবুউ মিম-মা তারাকনা মিম-বাআদি অছিয়্যাতিই য়্যুছীনা বি-হা আউ দাইন। অলাহুননার রুবুউ মিম-মা তারাকতুম ইল-লাম ইয়াকুল্লাকুম অলাদ। ফাইং কানা লাকুম অলাদুং ফালাহুননাছ ছুমুনু মিম-মা তারাকতুম মিম বাআদি অছিয়্যাতিং তুছুনা বিহা-আউ দাঈন। অ-ইং কানা রজুলুই য়্যুরছু কালালাতান আউইমরা আতুউ অলাহু আখুন আউ উখতুন ফালি কুললি ওয়াহিদিম মিনহুমাছ ছুদুছ। ফা ইং কা-নু আকছারা মিং জা-লিকা ফাহুম শুরাকা-উ ফিছ ছুলুছি মিম-বাআদি অছিয়্যাতিই ইউছা বিহা আউ দাইন। গয়রা মুদররিউ অছ্যিয়াতাম মিনাল্লহু আলীমুন হালীম।

বঙ্গানুবাদ ঃ- তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অছিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করা এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অছিয়ত পূর্ণ করা ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায়ের পর তারা (স্ত্রী বা স্ত্রীগণ) সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মিরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা ও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের একভাগ পাবে। তবে ভাই-বোন এক জনের বেশি হলে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তারা সবাই শরীক হবে। যে অছিয়ত করা হয়েছে তা পূণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষথেকে নির্দেশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।

সূরা আন-নিসার ১৭৬ নং আয়াত ঃ- ইয়াছতাফতু নাকা কুলিল্লাহু ইউফতিকুম ফিল কালালাহতি ইনিম রুউন হালাকা লাইছা-লাহু অলাদুউ অলাহু উখতুং ফালাহা নিছফু মা-তারাক। অহুঅ ইয়ারিছু-হা ইল-লাম ইয়াকুল্লাহা অলাদুং ফা-ইং কানা তাহ-নাতাইনি ফালাহুমাছ ছুলুছা-নি মিম-মা তারাক। অ-ইং কানু ইখঅতার রিজালাউ অনিছা-আং ফালিজ-জাকারি মিছলু হাজজিল উংছা ইয়াইনি ইউ বাইয়্যিনুল্লাহু লাকুম আং তাদিললু। অল্লাহু বিকুললি শাইয়্যিন আলীম।